দৈনিক ইনকিলাব

337

তারিখ ... DEC. 23 1999 ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ ......

দুই শিবির নেতা হত্যার প্রতিবাদে ২৭ ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে লাগাতার অবরোধ ঘোষণা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ দুই শিবির নেতা হত্যার নায়কদের গ্রেফতারের দাবীতে ইসলামী ছাত্র শিবির আগামী ২৭ ডিসেম্বর হতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। গতকাল (বুধবার) বিকেলে নগরীর একটি হোটেলে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা দেয়া হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য পাঠ করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিবির সেক্রেটারী আবদুল হান্নান। এ সময় শিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল এহছানুল মাহবুব জোবায়ের, মহানগর শিবির সভাপতি এ টি এম মিজবাহুল কবির, বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি মুজিবুর রহমান মঞ্জু উত্তর-দক্ষিণ ও মহানগর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পঠিত বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদালয়ে ছাত্র লীগের সন্ত্রাস ও হত্যাযজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একপেশে ভূমিকা ও পুলিশের দমন-নিপীড়নের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর পরই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দখলের জন্য হিংস্র থাবা বিস্তার করে। সে জন্য সেখানে দলীয় লোকদের ভিসি, প্রো-ভিসি, প্রক্টরসহ

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

দুই শিবির নেতা হত্যার প্রতিবাদে ২৭ ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে লাগাতার অবরোধ ঘোষণা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনিক পদসমূহে বসানো হয়। এরপর পুলিশ বাহিনী ও ছাত্রলীগের সশস্ত্র অছাত্র মস্তান দিয়ে হামলা, হত্যা, গ্রেফতার ও নির্যাতন চালানো হয়। এতে গত ৩ বছরে এ পর্যন্ত ৮ জন ছাত্র হত্যা করা হয়। গত ১৫ মে প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদদে শত শত পুলিশের উপস্থিতিতে হত্যা করা হয় শিবির নেতা জোবায়েরকে। পঠিত বক্তব্যে অভিযোগ করে বলা হয়, পবিত্র রমজান উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই ছিল অনুপস্থিত। এই মোক্ষম সময়কে কাজে লাগিয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর ছাত্র লীগ সোহরাওয়ার্দী ও আবদুর রব হল দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই জঘন্য পরিকল্পনা কার্যকর করতে পুলিশের সহায়তায় ছাত্র লীগ হামলা চালায় এবং ব্রাশফায়ারে হত্যা করে শিবির নেতা মেধাবী ছাত্র রহিমুদ্দিন ও মাহমুদুল হাসানকে। কিন্তু পুলিশ ছাত্র লীগ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে নিরীহ শিবির নেতা দিদারুল আলম, নাহিদ হোসেন ভুঁইয়া ও লিয়াকতকে গ্রেফতার করে। এতে আরো অভিযোগ করা হয়, প্রশাসন সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার বা হলসমূহে তল্লাশি না করে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ছাত্রদের হল ত্যাগে বাধ্য করেছে। এমনকি নিহতদের জন্য এ পর্যন্ত ভিসি, প্রো-ভিসি কোন শোক বা দুঃখ প্রকাশও করেনি। শিক্ষকতার মহান দায়িত্বে থেকেও ভিসি, প্রো-ভিসি হিসেবে দলীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার নিন্দা ও ধিক্কার জানাবার ভাষা নেই।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিবির সেক্রেটারী জেনারেল এহছানুল মাহবুব জোবায়ের চট্টগ্রাম ভার্সিটি ও পুলিশ প্রশাসনের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, দলীয় কর্মীর ভূমিকা থেকে তারা সরে না আসলে উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনকে দায়ী থাকতে হবে। শিবির নেতাদের হত্যার নায়কদের গ্রেফতার এবং শিবিরের ওপর দমন-নির্যাতন বন্ধের দাবীতে আজ শোকরানা, আগামীকাল দোয়া দিবস, আগামী শনিবার সর্বদলীয় ছাত্র সমাবেশ এবং রবিবার থেকে লাগাতার বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।